

সমকামীতা

সজল খালেদ

(<http://www.mukto-mona.com/Articles/sajal/>)



সমকামীতার ইতিহাস বহু প্রাচীন। সমকামীতা নিয়ে মানুষের বহুল প্রচলিত ভুল ধারণা যে সমকামীতার ক্ষেত্র বুঝি শারিরিক। আসলে সমকামীতা তীষণভাবেই মনস্তাত্ত্বিক, প্রথাগত নারী-পুরুষের মতো তাঁরাও একে অপরের প্রতি বাঁধভাঙ্গা প্রেম অনুভব করে। সমকামী হবার নেতিবাচক দিক হলো হীনমন্যতাবোধ এবং সমাজের কাছে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি লুকিয়ে রাখার কষ্ট। ধর্মের খরগ'ও যুগে যুগে নেমে এসেছে সমকামীদের উপর। সমকামীরা সংখ্যালঘু বলে এবং সমকামীতা সহজাত পারিবারিক সংস্কৃতিবিরুদ্ধ বলেই হয়ত তাঁদের এত তির্যক চোখে দেখা হয়। পৃথিবীতে এত বেশীসংখ্যক কীর্তিমান মানুষ সমকামী যে এই বিষয়কে অচ্ছুত না রেখে, চোখ বুঁজে একে বিকৃত এবং অস্বাভাবিক না বলে বরং সমকামীতাকে ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করা উচিত।

পুরুষ সমকামী (গে) এবং নারী সমকামী (লেসবিয়ান) উভয় জুটিতেই স্বাভাবিক নারী পুরুষের সম্পর্কের মতই টানাপোড়ন এবং জটিল বাঁক রয়েছে। লেসবিয়ান এবং গে, উভয় জুটিতেই একজন কিছুটা পুরুষালি (বুচ) এবং অপরজন কিছুটা মেয়েলি (ফেম) হয়। সাধারণভাবে গে কিংবা লেসবিয়ান জুটিকে দেখলে বাহ্যিকভাবে বুচ এবং ফেম পরিচয় সনাক্ত করা যায়।

একজন পুরুষালী এবং ওপরজন মেয়েলি হবার কারণে গে এবং লেসবিয়ান উভয় জুটিতেই পারস্পরিক সম্পর্ক নারী পুরুষের সম্পর্কের মতই স্বাভাবিক। এছাড়া গে লেসবিয়ানের পাশাপাশি অনেকে বাইসেক্সুয়ালও হয়ে থাকে। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায় দুজন নারী বা দুজন পুরুষের মধ্যে সাময়িক শারিরিক সম্পর্ক থাকলেও তাঁরা সমকামী নাও হতে পারে।

কিছু বিশেষ পেশাতে সমকামীদের আধিক্য দেখা যায়। নৃত্যশিল্প এবং ক্যাটারিং তাদের মধ্যে অন্যতম। সমকামীদের পরস্পরকে চেনার জন্য ডান কানে দুল এবং বুড়ো আঙ্গুলে আংটি পরা প্রচলিত। দুজন ছেলে বা দুজন মেয়ের স্পর্শ দেখেও সমকামী জুটি চেনা যায়। এছাড়া দীর্ঘদিন বীপরিতলিঙ্গের সহচর্যহীনতা দেখেও সমকামীতা অনুমান করা যায়।

সমকামীদের যেহেতু সন্তান পাবার স্বাভাবিক কোন উপায় নেই, তাই অনেক সমকামীই সন্তান দত্তক নিতে আগ্রহী হয়। গে জুটির সন্তান দুজন বাবা এবং লেসবিয়ান জুটির সন্তান দুজন মা'এর সহচর্য বড় হয়। পাশ্চাত্যে লেসবিয়ান জুটিতে শুক্রানু কিনে প্রতিস্থাপনও এখন বেশ জনপ্রিয়। এইসব প্রক্রিয়ার পাশাপাশি সমকামী জুটির যেকোন একজন বিপরীত লিঙ্গের কারো সহায়তায়ও সন্তান লাভ করে থাকে।

সমকামীতা এখন ওনেক দেশেই বহু বাধাবিপত্তি পেরিয়ে প্রকাশ্যে এসেছে। বিয়ে বলতে এখন আর দুজন নারী পুরুষের মধ্যে সামাজিক চুক্তি বোঝায় না। বিয়ে মানে এখন দুজন মানুষের মধ্যে চুক্তি, যারা দুজন নারী বা দুজন পুরুষও হতে পারে। উন্নত অনেক দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সাধারণভাবে সমকামীদের সাক্ষাৎক্ষেত্র রয়েছে, রয়েছে সমকামীদের জন্য বিশেষ পাব এবং বার। সমকামীদের নিয়ে নির্মিত হয়েছে অনেক ভালো চলচিত্র, রচিত হয়েছে অসংখ্য পুস্তক যার মাধ্যমে সমকামীদের বক্তব্য প্রকাশ হয়েছে অকপটভাবে। প্রতিবছরই পৃথিবীব্যাপি সমকামীরা আয়োজন করে থাকে সম্মেলন এবং র্যালি।

মানুষ কেন সমকামী হয় তার বহুবিধ কারণ রয়েছে। নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে কিছুমানুষ সমকামীতার অংকুর নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। অনেক সমকামীই বলে থাকেন যে, বহু মানুষ নিজেই কখনো জানে না যে সে সমকামী, কিছুটা জোর করেই বিপরীত লিঙ্গের কার সাথে জুটি বেঁধে তারা চিরজীবনের জন্য অজান্তেই অশান্তি ডেকে আনে।

সমান্তরালভাবে একথাও সত্য যে পরিস্থিতির কারণেও বহু মানুষ সমকামী হয়।

পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষই সতন্ত্র, মানুষ সহজাতভাবেই বন্ধু খোঁজে, একজন মেয়ের জগৎ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধ আরেকজন মেয়ের সাথেই বেশীমেলে, একই ব্যাপার হয় ছেলেদের বেলাতেও। নারীর মূল্যবোধ পুরুষের পক্ষে এবং পুরুষের মূল্যবোধ নারীর পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ। বলা যায় সমকামীতার প্রধান কারণ নারী পুরুষের মূল্যবোধের পার্থক্য।

সমাজ থেকে ছোটবেলা থেকেই বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গী খোঁজার ধারণা এবং তাড়না পায় মানুষ, সেই প্রতিক্ষীত সঙ্গী পাওয়ার সাথে সাথে ভীষনভাবে আশাভঙ্গ'ও হয় অনেকের, এই আশাভঙ্গের কারণেও সমকামি হয় অনেকে। উদাহরণ হিসাবে প্রখ্যাত দার্শনিক সফ্রেটিস'এর কথা উল্লেখ করা যায় যিনি সম্ভবত তাঁর কথিত অবুঝ এবং দুর্মুখ স্ত্রী'র কারণে সমকামীতায় আস্থা পেয়েছিলেন।

আরবদেশে ধর্মীয় নিষেধ সত্ত্বেও সমকামীদের সংখ্যা অনেক বেশী। প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে নারী-পুরুষের যৌন জীবন সহজলভ্য নয় বলে এবং নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি চীরায়ত আসক্তি এর অন্যতম কারণ। বিপরীতে নারী সমকামীদের আধিক্যের পেছনে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতি বিদ্রোহ এবং পুরুষিণি গোয়ার্তুমীর ভূমিকাও অনেকখানি। বাউন্টি জাহাজের মানুষের ইতিহাস এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। জাহাজের মানুষরা দ্বীপে বসবাস শুরু করেছিলেন সবাই একসাথেই, কিন্তু কিছুদিন পরে পুরুষদের প্রতি একরকম বিদ্রোহ করেই তাঁরা আলাদা বসবাস শুরু করেন যেখানে পুরুষদের প্রবেশাধিকার ছিল না।

একজন নারী অপর নারীর বা একজন পুরুষ অপর পুরুষের যতটা কাছাকাছি আসতে পারে তা বিপরীত লিঙ্গের জন্য প্রায় দুরূহ। আমাদের সমাজেও একজন মেয়ে খুব সহজেই পরিবারের আপত্তি ছাড়াই আরেকজন মেয়ের সাথে, অথবা একজন ছেলে ওপর ছেলের সাথে এক বিছানায় ঘুমুতে পারে। শারিরীক চাহিদা, কৌতুহল এবং স্বীয় লিঙ্গের মানুষের সহজলভ্যতাও সমকামীতা শুরুর অন্যতম কারণ। কারণে বন্দীদের মধ্যে এবং বহু আবাসিক হস্টেলে সমকামীতার স্বাভাবিকতা এর অন্যতম উদাহরণ।

অনেকেরি হয়ত জানা নেই যে পৃথিবীব্যাপি কিশোর যৌনকর্মী আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে, বাংলাদেশে যাদের খন্দের সমাজের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে প্রখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তির। তবে এখেত্রে অবশ্যই বলা যায় যে, স্বীয় লিঙ্গের মানুষের সাথে যৌনিমিলন হলেই তাকে সমকামী বলা যায় না।

সমকামীদের সমকামী হবার পেছনে শৈশবের যৌন নিপীর্ণনের তিক্ত অভিজ্ঞতাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, মাদ্রাসায় মৌলভীদের দ্বারা শিশুদের এবং মেয়ে শিশুদের বয়স্কদের দ্বারা যৌন নিপীর্ণনের তিক্ত অভিজ্ঞতাও অনেককে বিপরিত লিঙ্গের প্রতি বিতৃষ্ণ করে।

সমকামীতা নিয়ে সবার ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকতেই পারে, তাঁর মানে কখনই এই না যে তাঁরা অস্বাভাবিক এবং তাঁরা তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারবে না। সমকামীরা কখনই ভাবে না যে অন্যেরা তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পৃথিবীতে সবাই একসময় সমকামী হয়ে যাবে। সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণের ভিন্নতা ছাড়া তাঁরা দর্শণ এবং মননে সম্পূর্ণ অন্যদের মতোই স্বাভাবিক মানুষ।

- সজল খালেদ

shunnota@yahoo.com

মডারেটরের নোট : স্পর্শকাতর এ বিষয়টি নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ নিবন্ধটির জন্য জনাব খালেদকে মুক্ত-মনার পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ। একই বিষয়ের উপর আরেজন মুক্ত-মনা সদস্যের (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) লেখা দেখতে চাইলে নীচের লিঙ্কটির সাহায্য নিন :

http://www.mukto-mona.com/Articles/shomokamir_kotha.pdf